দৈনিক বাংলা

0 038

তারিখ ... 15.3.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1 ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১লা চৈত্র, ১৩৯০ : ১৫ই মার্চ, ১৯৮৪

পরীক্ষা কান্ড

দেশের চারটি বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পুরোনো সিলেবাসের অধীনে এটাই শেষ পরীক্ষা। তাই এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি—চার লক্ষের মত। এত বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী নাকি বাংলাদেশে আর কখনো এই পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। অবশ্য তাই বলে এবারের পরীক্ষা যে অন্যরকমভাবে ঘটছে তা নয়। প্রায় প্রতিবারের মতই এবারের এসএসসি পরীক্ষাও এ পর্যন্ত যথেষ্ট ঘটনাবহুল।

মাত্র তিন চার দিন ধরে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় ৫৯২ জন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। ৮ জন শিক্ষকও বাতিল হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ রয়েছে। এবার পুরোনো সিলেবাসের শেষ পরীক্ষা বলে ছাত্রসংখ্যা যেমন বেশি তেমনি অসদুপায় অবলম্বনের হারও বেশি। আনুপাতিক হিসাব স্বাভাবিকও বলা যায় হয়ত। অন্তত এই পরিস্থিতিতে। তবে শুধু অসদুপায় অবলম্বন করা আর পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করার মধ্যেই ঘটনা সবখানে শেষ হয়নি। দু এক জায়গায় পুলিশকে ফাঁকা গুলিও ছুঁড়তে হয়েছে। লাঠিচার্জও হয়েছে। ইট-পাটকেল ছোড়াছুঁড়িও হয়েছে। তবে কোন কোন জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবেও পরীক্ষা পর্ব চলছে।

আমাদের দেশে পরীক্ষাপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়াটা এখন যেন অসাধারণ খবর। বিশৃংখলার খবর সহজভাবে গ্রহণ করতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কেন? পরীক্ষা কেন্দ্রে যেসব ঘটনা ঘটে তা পরীক্ষা বা শিক্ষার সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রায় ছয়শো পরীক্ষার্থী যারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদেরই বা ভবিষ্যৎ কি? আমরা তাদের পরীক্ষা দেবার অধিকার দেয়ার পক্ষে অবশ্যই বলি না। কিন্তু কেন তারা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে, কেন তাদের একাজ করতে হয় সে বিষয়টার দিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এখন পরীক্ষা ব্যাপারটা যেন কিছুটা প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। প্রথমত, যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয় সেভাবে পরীক্ষা নেয়া হয় না। তার ওপর অনেক জায়গায় শিক্ষার মান এতই নিচু যে পরীক্ষার্থী শেষে অসদুপায় অবলম্বন করা ছাড়া পরীক্ষা পাস করার অন্য উপায় আর খুঁজে পায় না। আমরা মনে করি পরীক্ষায় অসদুপায় বন্ধ করতে হলে এ ব্যাপারে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। এভাবে প্রতিবছর শত শত ছাত্র বহিষ্কৃত হবে, তারপর আবার হাজার হাজার ফেল করবে—এ কাম্য হতে পারে না। পরীক্ষা দেবার জন্যে যাদের পাঠানো হবে তাদের যোগ্য তৈরি করেই পাঠাতে হবে। এ দায়িত্ব প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে।